যেতে হলো আদালতে

জনপ্রিয় অভিনয় শিল্পী শমী কায়সার ও নির্মাতা রিংগোর সংসার জীবনের ভাঙন নিয়ে জল্পনা-কল্পনার, অবশেষে ঘটল অবসান। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাদের বিচ্ছেদ নিয়ে ছাপা খবরের জট খুললেন শমী কায়সার নিজেই। তিনি গত ২০ জুলাই ঢাকার চতুর্থ সহকারী জজ আদালতে সাবেক স্বামী রেজওয়ান রশিদ ওরফে অর্নব ব্যানার্জির (রিংগো) বিরুদ্ধে মামলা করেন। তিনি দেনমোহরের ১০ লাখ ১ টাকা এবং খোরপোষ বাবদ ১ লাখ ৫০ হাজার ঢাকা রিংগোর কাছে আদালতের মাধ্যমে দাবি করেন। কলকাতার অর্নব ব্যানাজির (রিংগো) সঙ্গে তার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় ১৯৯৯ সালের ৩১ মে। তাদের বিয়ের পর অনেকেই মন্তব্য

এমন মধুর সময় আর আসবে না কখনও

সি নে মা রি ভি উ

প্রবেশ নিষেধ

'অনেক দিন অ্যাকশন সিনেমা দেখি না, তাই দেখতে আইলাম। তাছাড়া অন্য হলে চলে সব পুরান ছবি।' দর্শকের এ মন্তব্যের পর বুঝতে পারলাম সিনেমা হলে আজ এতো দর্শক কেন? গাদাগাদি ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়লাম হলে।

ঘটনা সংক্ষেপ : বাজারে হিজরাদের অপমান করতে চাইলে রসুলপুর গ্রামের বড় মিয়া (সোহেল রানা) সিদ্দিককে (হুমায়ূন ফরীদি) এলাকা থেকে বের করে দেয়। প্রতিশোধ নেবার জন্য ফরীদি সেতাবগঞ্জ গ্রামের তার দু'ভাগিনা মানিক-রতনকে লেলিয়ে দেয়। বড় মিয়ার মেজ ভাই তুফান (রুবেল) সেতাবগঞ্জ গ্রামে ফরীদির কুচক্রে নারী লাঞ্চনাকারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। তাকে রক্তাক্ত করে এর শাস্তি দেয় মানিক-রতন। রসুলপুর গ্রামের লোকজন এটা জানতে পেরে রাতের আঁধারে সেতাবগঞ্জে আগুন দেয়। ফরীদি সুযোগ বুঝে মানিক-রতনের বাবা-মাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলে। দু'গ্রামের দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। এক গ্রামে অপর গ্রামের লোকদের 'প্রবেশ নিষেধ' করা হয়। সোহেল রানা তার ভাই রুবেলকে বিয়ে দেয় সেতাবগঞ্জের রূপার (নেহা) সঙ্গে। একেই লাঞ্ছনা করার জন্য রুবেলকে শাস্তি পেতে হয়েছিলো। শেষে ফরীদির সব কুচক্র ধরা পড়ে যায়। দু'গ্রামের লোকদের আবার মিলন হয়।

নায়িকারা : সিনেমায় যে চারজন নায়িকা ছিলেন, তাদের মধ্যে শানুই দর্শকদের কাছে পরিচিত। অন্য সব নতুনরা তাদের চাহিদা পূরণ করবে এমন প্রত্যাশাই দর্শকদের ছিলো। তবে এর সঙ্গে দ্বিমত করার লোকও আছে। 'না রে ভাই, রুবেলের সিনেমা। যতোই নতুন নায়িকা থাকুক কাজ হবে না।' বাস্তবে দেখাও গেলো সে রকম। তেমন কোনো অশ্লীল দৃশ্য সিনেমায় নেই। বরাবরের মতো রুবেলের এ ছবিও নায়কপ্রধান। বাংলা ছবিতে নায়িকা থাকতে হয় বলেই যেন তারা আছে। রুবেলের নায়িকা নেহার তাও একটু অভিনয়ের সুযোগ ছিলো। অন্যদের উপস্থিতি তো শুধু ছবিতে ভিলেনের ধাওয়া খাওয়া এবং একটা করে গান গাওয়ার জন্য। তবে শানুর ওপর দর্শকদের ভরসা ছিলো।

'আইছি তো রুবেলের অ্যাকশন দেহার লাইগা। লগে শানু যদি বোনাস কিছু দেখায়?' শানু বোনাস কিছুই দেখায়নি। তবে তার একটি ডায়ালগ দর্শক মাত করে দিয়েছে। শানুর পর্দায় আগমন কিছু লোককে দা নিয়ে দৌড়ানোর মাধ্যমে। কারণ ঐসব লোকজন বিয়ের জন্য তাকে দেখতে এসেছিলো। এতে অপরাধের কি আছে? আছে, কারণ হাত-পা-নখ-চুল দেখা শেষে শানুর প্রতি তাদের আবদার এবার বুকের কাপড়টাও সরিয়ে দেখাতে হবে। এই আইডিয়াটা যে পরিচালকের মাথায় কোথা থেকে এলো বোঝা গেলো না।

দুটো মুহূর্ত : সাপের ছোবল থেকে নেহাকে বাঁচাতে গিয়ে তাকে সরিয়ে নিয়ে গড়াগড়ি খায় রুবেল। বলা বাহুল্য, দু'একবার গড়াগড়িতে তা শেষ হয় না। শেষ পর্যায়ে রুবেলের হাত নেহার বুকের ওপর দিয়ে যায়। 'ভাইরে ছবির পরিচালক তো রুবেলই। ও তো ১০-১২ বারেও এই শটের শুটিং শেষ করতে পারে নাই।' সিনেমায় শেষ পর্যায়ে একই রকম সিনে একই দর্শকের মন্তব্য, 'ইস্ এই দুইডা শটে যদি আমি অভিনয় করতে পারতাম।' এই হাহাকার হলের অনেক দর্শকের।

হয়ে যান বীরপুরুষ : আপনি কি চান কোনো মেয়ে এসে আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়ুক? তার সর্বস্ব উজাড় করে দিক? তাহলে বীরপুরুষ হয়ে যান। অন্য কথায় বললে দুষ্টলোকের কবল থেকে সুন্দরীদের উদ্ধারের মিশনে নেমে পড়ুন। প্রচলিত ধারা অনুযায়ী 'প্রবেশ নিষেধ'-এও একজোড়া নায়ক-নায়িকার প্রেম এভাবেই হয়ে যায়। 'তবে ভাই নায়িকা যেমনে প্রস্তাব করলো, সেইডা কিন্তু ডেঞ্জারাস'। দর্শকের এরকম মন্তব্যে ঘটনাটা আবার একটু ভেবে নিলাম।

— আপনি আমার যে উপকার করলেন তার বিনিময়ে আমি যদি

করেছিলেন এ বিয়ে টিকবে না। তখন তাদের বিপক্ষে নানা কথা বলে বেড়িয়েছিলেন বলে জানালেন শমীর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী। তাদের মধ্যে দু'জনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা কোনো মন্তব্যই করেননি। শুধু জানালেন, আমরা যা বলেছিলাম তা অভিজ্ঞতা থেকেই। ওর মঙ্গলের কথা ভেবেই বলেছিলাম। কিন্তু তখন সে শোনেনি। শমী ও রিংগোর একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, বিয়ের তিন বছরের মাথায় আনুষ্ঠানিক বিচ্ছেদ হলেও ওদের মানসিক বিচ্ছেদ হয়েছিল অনেক আগেই। শমী কায়সার মামলায় স্বামী রিংগোকে প্রতারক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। স্বামী রিংগো সম্পর্কে তার অভিযোগ, বিয়ের আগে তার কাছে স্ত্রী ও সন্তানের পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিল। যখন শমী বিষয়টি জানতে পারে। তখন থেকেই তার ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করে। অথচ এক সময় 'তিনিই বলে বেড়িয়েছেন সব জেনে শুনে সিদ্ধান্ত নিয়েছি'। এমনকি শমীকে রেখে সে প্রথম স্ত্রী কাকলী ব্যানার্জির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে। বিয়ে সম্পর্কে শমীদের ঘনিষ্ঠ আরও একটি সূত্র জানিয়েছে, রিংগোর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা করা। কারণ সে ভালো নির্মাতা, তবে ভারতে তার মতো নির্মাতার অভাব নেই। যার কারণে সে বেছে নিয়েছিল বাংলাদেশকে। আর বাংলাদেশে ব্যবসা করতে হলে তার প্রয়োজন ছিল প্রভাবশালী মহলের সাপোর্ট। সে সময় শমী কায়সারের মা সরকারি দলের মহিলা সংরক্ষিত আসনের এমপি ছিলেন। যার কারণে তার ক্ষমতা ছিল ব্যাপক। এছাড়া তাদের পারিবারিক পরিচয়ও ছিল দেশব্যাপী। এই বিষয়টিকে টার্গেট করে তীর ছোঁড়েন রিংগো। রিংগোর টার্গেট লেগেও যায়। পরবর্তীতে মেয়ের পছন্দকে মেনে নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে দিতে হয়। তাদের মানসিক বিচ্ছেদ বিয়ের বছর না ঘুরতে শুরু হলেও শমী কায়সার তালাক দিয়েছেন স্বামী রিংগোকে এ বছর ১৭ জানুয়ারিতে। এ কথা সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন এতো দিন। অবশেষে আদালতে যেতে হলো নিজেকেই। গত ৩০ জুন শমী কায়সার তার মায়ের মাধ্যমে রিংগোর কাছে দেনমোহর ও খোরপোষের টাকা দাবি করেন। কিন্তু রিংগো সেই টাকা দিতে অস্বীকার করে। অবশেষে বাধ্য হয়ে শমী আশ্রয় নেন আদালতের। আদালতের সমন খুব শীঘ্রই রিংগোর কাছে পৌঁছাবে বলে জানা যায় আদালত সূত্রে। শমীদের ঘনিষ্ঠ সূত্রে আরো জানা যায়, ছাড়াছাড়িতে শমী কায়সারের ইচ্ছে ততটা ছিল না। অসুস্থ হবার পর তিনি বেশ কয়েকবার ছুটে গিয়েছিলেন কলকাতায় রিংগোকে দেখতে। রিংগোর মা তাকে বারবারই অপমান করে বের করে দেন বাড়ি থেকে। এরপরই তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সম্প্রতি তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন পাওনা দেনমোহর ও খোরপোষের টাকার বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে। কিন্তু রিংগো তাকে ফিরিয়ে দেয়। এরপর ফিরে এসেই মামলার সিদ্ধান্ত নেন এবং মামলা করেন। মামলার পরপরই তার দেশের বাইরে যাওয়া নিয়ে বইছে আলোচনার ঝড়।

আপনাকে কিছু দিতে চাই, নেবেন?

– কি দেবেন?

– নিজেকে ছাড়া আমার আর দেবার মতো কি আছে? প্লিজ আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না!

ভাঙা পেড়াবাড়িতে বর্ষণমুখর রাতে নায়ক তাকে ফিরিয়ে দেয়নি। তখনই মনে হলো পাশের দর্শকের সঙ্গে একমত হওয়া যায়, সত্যিই ডেঞ্জারাস।

বিরক্তিকর : প্রায় পুরোপুরি পরিচ্ছন্ন সিনেমার সবচেয়ে বিরক্তিকর অংশ ছিলো শেষের গানটি। হুমায়ূন ফরীদির আস্তানায় এই গানটি শুনে অশ্লীল ছবির দর্শকরা পর্যন্ত বিরক্ত হয়েছে। কারণ তারা তখন সিনেমার কাহিনী ও দুর্দান্ত অ্যাকশনের মধ্যে মজে গিয়েছিলো। সোহেল রানা-রুবেলের ছোট ভাই আদর চরিত্রে রূপদানকারী অভিনয়ের 'অ' জানে না। 'মনে হইতাছে রুবেল ওর দিকে পিস্তল ধইরা কইতাছে ডায়ালগ দে। তারপর ছাগলটা ডায়ালগ দিতাছে'। দর্শকের এ কথার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করার কোনো কারণই খুঁজে পেলাম না। সোহেল রানা ও সুচরিতার দু'একটা ডায়ালগের ডাবিং অন্যদের দিয়ে করানো হয়েছে। সচেতন শ্রোতার কানে তা ঠিকই ধরা পড়েছে। এতো বিগ বাজেটের ছবির এটা একটা হাস্যকর ভুল।

দোষটা কার : সিনেমা শেষে বেরিয়ে আসছি। সবার মুখে প্রশংসা। রুবেল একটি চমৎকার বাণিজ্যিক সিনেমা বানিয়েছে। তেমন কোনো অশ্লীল দৃশ্য ছাড়াই এরকম দর্শকনন্দিত ছবি তৈরি করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। অথচ এসব দর্শকদেরই বলা হয় অশ্লীল সিনেমার দর্শক। তারা হলে খোলামেলা দৃশ্য দেখে সিটি বাজায়, তালি দেয়। আবার তারাই কিন্তু পরিচ্ছন্ন এ সিনেমাটির প্রশংসা করছে। তাতে বোঝা গেলো, দোষটা দর্শকদের না। পরিচালক-প্রযোজকদের, তারাই দর্শকদের অশ্লীল ছবি গেলাচ্ছে। 'প্রবেশ নিষেধ' -এর মতো ভালো সিনেমা নির্মাণ করতে পারলে তা দর্শকনন্দিত হবেই।

প্রবেশ নিষেধ ছবির নায়িকা নেহা

নৃত্যাঞ্চলের কর্মশালা

গত ১৩ জুলাই মনোজ্ঞ নৃত্য সন্ধ্যার মধ্যে দিয়ে শেষ হলো নৃত্যাঞ্চল আয়োজিত দু'সপ্তাহ

নৃত্য পরিবেশন করছেন কর্মশালার প্রশিক্ষাণার্থীরা

ব্যাপী নৃত্য কর্মশালা। এই কর্মশালায় ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আশিজন নৃত্য শিল্পী ও শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন দিল্লির প্রখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী মালতী শ্যাম (কত্থক) ও কবিতা দ্বিবেদী (ওড়িষী)। সার্টিফিকেট প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন নৃত্যাঞ্চলের শামীম আরা নীপা, শিবলী মোহাম্মদ ও মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর।

ডিরেক্টরস্ গিল্ড

গত ১০ জুলাই পরিচালক সাইদুল আনাম টুটুলের সভাপতিত্বে ডিরেক্টরস্ গিল্ড নামের একটি ফোরাম গঠন করা হয়। উক্ত পরিচালকদের পূর্ণাঙ্গ ফোরাম করার জন্য মুস্তফা মনোয়ারকে আহ্বায়ক এবং অনন্ত হীরা ও গাজী রাকায়েতকে সদস্য সচিব করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

প্রতিশ্রুতি নিয়ে জ্যুক বক্স

নির্দিষ্ট একটি স্থানে ব্যান্ড দলগুলো নিয়মিত শো করবে এতে তৈরি হবে পারফরমারদের সঙ্গে শ্রোতাদের প্রত্যক্ষ সেতুবন্ধন। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গঠন করা হয়েছে একটি প্ল্যাটফর্ম জ্যুক বক্স। এ কথা জানা গেল গত ১৬ জুলাই জ্যুক বক্স নামের সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে। সংগঠনের পক্ষ থেকে আরো জানানো হয় তারা প্রাথমিকভাবে প্রতিমাসে অন্তত একটি ব্যান্ড শোর আয়োজন করবে। যেখানে পারফর্ম করবে দুটো দল। এতে দর্শনীর বিনিময়ে সীমিত আসনের এ অনুষ্ঠানটির মূল ভিত্তি হবে একেবারেই অবাণিজ্যিক। এ থেকে যা আয় হবে তাই ব্যয় করা হবে ব্যান্ড সঙ্গীতের প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে। সাধারণ মানুষের মনে ব্যান্ড শোর কথা এলেই জাগে উচ্ছৃঙ্খলতা, ভাঙচুর, বেলেল্লাপনা প্রভৃতি। এই ধারণাও পাল্টে দিতে জ্যুক বক্স বদ্ধপরিকর। শো দেখার জন্য দর্শকরা টিকিট সংগ্রহ করতে পারবেন নির্ধারিত কাউন্টার থেকে। জ্যুক বক্স এই দিন জানায়, তাদের প্রথম শোটি হবে আগামী ২ আগস্ট বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিসিআইসি মিলনায়তনে। প্রথম শোতে পারফর্ম করবে ব্যান্ড দল ফিডব্যাক ও ভাইকিংস। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন জ্যুক বক্সের পক্ষে সঞ্জীব চৌধুরী, বাপ্পা মজুমদার, তওফিকুর রহমান প্রমুখ। শোর টিকিট পাওয়া যাবে বেইলী রোডের সুইস ও গোলাপী বার্গার, বনানী ও ধানমন্ডির উইম্পী, উত্তরার হট হাট প্রভৃতি স্থানে।

ইউরোর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

১৭ জুলাই রাতে হোটেল শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হলো কার্বোনেট কোমল পানীয় ইউরো কোলার বাজারজাতকরণ শুরু উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। বাজারজাতকরণ শুরু উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে আকর্ষণীয় ছিলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ গ্রুপ অব কোম্পানিজ লিঃ-এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান গ্লোব সফ্‌ট ড্রিঙ্কস্-এর উৎপাদিত পণ্য ইউরো কোলার লেমন, অরেন্সসহ বিভিন্ন ফ্লেবারের উদ্বোধন করা হয়। পণ্যের উদ্বোধন করেন বাণিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব আল আমিন চৌধুরী, গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস্ গ্রুপ অব কোম্পানি লিঃ-এর চেয়ারম্যান মোঃ হারুনুর রশীদ। অতিথিদের স্বাগত ভাষণ এবং পণ্যের মোড়ক উন্মোচনের পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অভিনয় শিল্পী মনির খান শিমুলের উপস্থাপনায় গান পরিবেশন করেন তপন চৌধুরী। তিনি তার জনপ্রিয় মন শুধু মন ছুঁয়েছেসহ আরো একটি গান পরিবেশন করেন। এ ছাড়াও গান পরিবেশন করেন ডলি সায়ন্তনী, আসিফ, পলাশ, রিজিয়া, রুমানা, আফরিন। দ্বৈত নৃত্য পরিবেশন করেন লিখন ও নাদিয়া।

উদ্বোধন করছেন বাণিজ্য মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

নৃত্য পরিবেশন করছেন লিখন ও নাদিয়া

একাত্মতা ঘোষণা

গত ৯ জুলাই সন্ধ্যা ৭টায় এক বৈঠকে নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের পথিকৃৎ বাংলাদেশের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক ইলিয়াস কাঞ্চন দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক আব্দুল মাতলুব আহমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতে ইলিয়াস কাঞ্চন তার নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের বর্তমান কর্মকান্ড তার সামনে তুলে ধরেন এবং দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতিদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এতে মাতলুব আহমাদ এই মহতি আন্দোলনে আন্তরিকভাবে তার একাত্মতা

শিল্পপতি আব্দুল মাতলুব আহমাদ ও ইলিয়াস কাঞ্চন

ঘোষণা করেন এবং আন্দোলনের গতিকে আরও বেগবান করার জন্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। এ সময় ওই স্থানে আরও উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব বজলুর রহমান, সিনিয়র সহ-সভাপতি নারায়ণগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, হার্ডওয়্যার এসোসিয়েশনের খোকন, সেলিম ও পারভেজ, মনিহারী বণিক সমিতির হাবিবুল্লাহ হাবিব, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুতকারক সমিতির আব্দুল হাই বাবলু এবং দেশের গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

রুহুল তাপস, নোমান মোহাম্মদ

টু ক রো

বোন হয়ে বোনের

সি দ্ধা ন্ত

এসবই গুজব

বোন হয়ে বোনের

সিদ্ধান্ত

অভিনয়ের জন্য

টুকরো

তারিন ও সোহলেকে অবশেষে গুটাতে হলো সুখের সংসার

বোন হয়ে বোনের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন তারিনের বড় বোন। এ ধরনের খবর জানা যায় ওদের এক ঘনিষ্ঠ সূত্রে। তারিন তার সংসার ছেড়ে বাবার বাড়িতে। তার ইচ্ছেটা ছাড়াছাড়িতে না থাকলেও বোনের কথাতেই শেষ পর্যন্ত ছাড়তে হলো স্বামী সোহেলকে। তাদের ঘনিষ্ঠ অনেকেই যখন সোহেল ও তারিনকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তখন বড় বোন ঘোর বিরোধী। বোনের এ ধরনের আচরণ দেখে তাদের ঘনিষ্ঠ অনেকেই বলছেন, 'বোন হয়ে বোনকে মিলিয়ে না দিয়ে তাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেয়াটা কি ঠিক?' সোহেল ও তারিনের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্র জানায়, অতি সম্প্রতি তাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।

একদিন শিল্পী তার শিল্পকর্মের জন্য অনেক কিছুই বিসর্জন দেন। এমন ঘটনাও ঘটেছে শিল্পকর্মের জন্য সংসার ছেড়েছেন অনেকেই। তবে এমনি একটা ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে অভিনয় শিল্পী ঈশিতার ক্ষেত্রে। তবে এটি সংসার ছাড়া নয়। পারিবারিকভাবে বাবার বন্ধুর ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছেলেবেলা থেকেই। আর সেই কাজটি সম্পন্ন হবার কথাও ছিলো আগামীতে। তবে সম্ভবত পাত্র শর্ত দিয়েছিলেন অভিনয় ছাড়তে হবে বিয়ের পর। এই ঘটনায় ঈশিতা পাত্র পক্ষকে নাকচ করে দিয়েছেন।

ঈশিতা অবশ্য তার অভিভাবককে সাফ সাফ বলেছেন, পাত্রের সঙ্গে তার কালচারাল গ্যাপ রয়েছে। এরপর পরবর্তী পাত্র পারিবারিকভাবে ঠিক করা হয়েছে। কথাবার্তা চূড়ান্ত হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে এ মাসের ১৬ তারিখ কথা পাকা হবে এক অনাড়ম্বর পরিবেশে। এতে ঈশিতা প্রমাণ করলেন শিল্পকর্মের কাছে জীবনের একান্ত চাওয়াটা কিছুই না। তাদের ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, পারিবারিকভাবে তার অ্যানগেজমেন্ট হচ্ছে আগামী মাসের মাঝামাঝিতে। পাত্র পারিবারিকভাবে পরিচিত।

ছয়ে এক

একই প্রযোজকের একটি টেলিফিল্ম ও পাঁচ নাটক নিয়ে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছেন তিন নির্মাতা। এই তিন নির্মাতারা হলেন কায়েস চৌধুরী, মোহন খান এবং সোহেল আরমান। নির্মাতারা এখন ঢাকার বাইরে। তারা নাটক ও টেলিফিল্মের স্ক্রিপ্ট লিখতে গেছেন ঢাকার বাইরে।

শুটিং-এর উদ্দেশ্যে তারা ঢাকা ছাড়বেন আগামী মাসের দশ তারিখে।

কিছুদিন আগে একা আমেরিকা হয়ে জাপান গিয়েছিলেন। সেখানে ছিলেন পনেরো দিন। এই পনেরো দিনে অন্তত পনেরোটি কেলেঙ্কারি করেছেন একা। বাংলাদেশী অনেক তরুণের মাথা নষ্ট করে দিয়ে এসেছেন। দাওয়াতের নামে টাকা ছাড়া কোথাও যেতে অনীহা প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়, অনেক বাংলাদেশী অভিযোগ করেন একজন সিনিয়র পরিচালক বরাবর চিঠিও লিখেছেন। অবশ্য একা বলেছেন, এসবই গুজব। আমার দু'একজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে। তাতেই এমন খবর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

রিয়াজ-পূর্ণিমা এখন হায়দ্রাবাদে। যৌথ প্রযোজনার ছবি 'অন্তরে তুমি' ও 'বাজি'র শুটিং করতে তাদের এই সফর। প্রথমে পূর্ণিমা এই ছবি দুটি করতে না চাইলেও পরে রিয়াজের অনুরোধে ছবি দুটি সাইন করেন। ছটকু আহমেদ পরিচালিত এই ছবি দুটির কাজে দেড় মাস থাকবেন তারা। এমন খবরে শাবনূর নাকি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কয়েকদিন হায়দ্রাবাদে বেড়িয়ে আসার। এই ফাঁকে রিয়াজ-পূর্ণিমার কান্ড কারখানাও দেখে আসতে পারবেন।